بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

IOM

“জান্নাতের নেয়ামত”

Subject: RAM 302
Submitted To:
Ustaz Abdul Wahid

Submitted By:
Mst. Sumaiya Islam Misty
Roll: 190106099201; 6th Semester.
Date: 10/12/2022

اِنَّ الْحَمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ! وبعد:

সকল প্রশংসা মাত্রই জগতসমূহের রব মহান আল্লাহর জন্য, যার প্রদত্ত তাওফিকে এই "জান্নাতের নেয়ামত" এসাইনমেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগনের উপর। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহে মুমিন নারী-পুরুষের কৃতকর্মের পুরষ্কার স্বরুপ তাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে নয়নাভিরাম জান্নাত সৃষ্টি করেছেন যা এত বেশি নিয়ামতপূর্ণ যার বর্ননা এসেছে এভাবে যে,

فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّآ أُخۡفِیَ لَهُمۡ مِّنۡ قُرَّةِ اَعۡيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

“কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ”

সূরাহ্ আস্ সাজ্দাহ্, আয়াতঃ ১৭।

এই রচনাটিতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُکِیۡ وَمَحۡيَایَ وَمَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

সুরা আনয়াম, আয়াত-১৬২

সূচিপত্রঃ **পৃষ্ঠা**

১. ভুমিকা	**5**
১.১ জান্নাত কি?	5
১.২ জান্নাতের স্বরুপ	6
১.৩ কুরআনে বর্ণিত জান্নাতসমূহের নাম	6
১.৪ কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের দরজাসমূহ	8
২. জান্নাতের বর্ণনা	**8**
২.১ জান্নাতের প্রশস্ততা	8
২.২ জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ	9
২.৩ জান্নাতের গাছের বর্ণনা	10
২.৪ জান্নাতের খাদ্য ও ফলমূল ও অন্যান্য নিয়ামতসমুহ	11
২.৫ জান্নাতের প্রাসাদের বর্ণনা	12
২.৬ জান্নাতের তাঁবুসমূহ	13
২.৭ জান্নাতের নদীসমূহ	13
২.৭.১ কাওছার নদী	14
২.৮ জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ	15
৩. পবিত্র কুরআনুল কারিম থেকে জান্নাতের নিয়ামত সমূহ-	**17**
৩.১ সুরা ইনসান থেকে	17
৩.২ সুরা মুতফফিফীন থেকে	18
৩.৩ সুরা ওয়াকিয়া থেকে	19
৩.৪ সুরা যুখরুফ থেকে	21
৩.৫ সুরা আর রাহমান থেকে	22
৩.৬ সুরা আত তুর থেকে	23
৪. জান্নাতী হুরের বর্ণনা	**25**
৫. জান্নাতের নহর ও পানপাত্র	**26**
৬. জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা	**26**
৭. জান্নাতীদের চেহারা ও বয়স	**27**
৮. জান্নাতীদের খাবার হজম প্রক্রিয়া	**27**

৯. জান্নাতীদের বাজারের বর্ণনা 27
১০. জান্নাতের সর্বশেষ্ঠ নিয়ামত 28
১০.১ আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ 28
১০.২ আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথন 29

১১. জান্নাতীরা একে অপরকে দেখতে পারবে 30

১২. জান্নাত হলো চিরস্থায়ী আবাসস্থল 31

১৩. জান্নাতে কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না 33

১৪. উপসংহার 35

১.ভুমিকাঃ

মানুষের প্রকৃত পরিপূর্ণ সফলতার অর্থ হলো; প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট দুর্দশা দূর হওয়া। সে হিসাবে পূর্ণাঙ্গ সফলতা দুনিয়াতে অর্জিত হতে পারে না। দুনিয়া হলো; কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। বরং এই সফলতা বা অমূল্য সম্পদ পাওয়া যাবে একমাত্র জান্নাতে।

কেননা জান্নাতই একমাত্র স্থান যেখানে মানুষের প্রতিটি মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা হামিম আস সাজদাহ্ এর ৩১নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন

ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم ما تدعون

আর সেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চায় তা-ই আছে; তোমরা যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর, তোমাদের জন্য সেখানে তা-ই আছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতি শফি রহমতুল্লাহ-তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মারেফুল কোরআনে লিখেছেন, ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে; জান্নাতে তোমাদের মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তা সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نزلا তথা আপ্যায়ননের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামত পাবে যার আকাঙ্খাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তু আসে যার কল্পনাও সেই পড়বে করে করেনি, বিশেষত যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।

১.১ জান্নাত কি ?

জান্নাত (আরবি: جَنَّة জান্নাহ্; বহুবচন: জান্নাত তুর্কি: Cennet), শাব্দিক. "স্বর্গ বা বাগান", সৎকর্মশীলদের চূড়ান্ত আবাসস্থল) হলো পার্থিব জীবনে যে সকল মুসলিম আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে এবং পরকালীন হিসাবে যার পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের জন্য আল্লাহ যে সকল আবাসস্থল প্রস্তুত রেখেছেন।'জান্নাত' একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয়

বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চির-শান্তির আবাস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলা হয়। আল কুরআনে আটটি জান্নাতের নাম পাওয়া যায়।

১.২ জান্নাতের স্বরুপঃ

জান্নাত হলো চির-শান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সু-সজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তি, দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব-রকম জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"সেখানে (জান্নাত) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।" (সুরা হামিম আসসাজদা:৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন-

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

“আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো (মানুষের) চোখ কোনোদিন দেখেনি, কোনো (মানুষের) কান কোনোদিন শোনেনি, আর মানুষের অন্তরও যা কোনো দিন কল্পনা করতে পারে নি।' (মিশকাহ্)"

১.৩ কুরআনে বর্ণিত জান্নাতসমূহের নামঃ

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো- কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নাম/ স্তর সমূহঃ

জান্নাতুল ফিরদাউস– জান্নাতের সর্বোচ্চ বাগান। (আল-কাহফ,[১৮:১০৭] আল-মু’মিনূন[২৩:১১])

- দারুল মাকাম – বাড়ি (ফাতির)[৩৫:৩৫])
- দারুল কারার – আখেরাতের আলয় (আল-আনকাবূত)[২৯:৬৪])
- দারুস সালাম – শান্তির নীড় (ইউনুস)[১০:২৫] আল আনআম[৬:১২৭]
- জান্নাতুল মাওয়া – বসবাসের জান্নাত (আন-নাজম)[৫৩:১৫])
- দারুন নাঈম–নেয়ামত পূর্ণ কানন/বাগান (সূরা আল-মায়িদাহ) [৫:৬৫] ইউনুস,[১০:০৯] আল-হাজ্জ[২২:৫৯]
- দারুল খুলদ – চিরস্থায়ী বাগান (আল-ফুরকান)[২৫:১৫])

❖ জান্নাতুল আদন – অনন্ত সুখের বাগান (আত-তাওবাহ্)[৩:৭২]আর-রাদ[১৩:২৩]

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ " وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ".

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

— সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯০

১.৪ জান্নাতের দরজাসমূহঃ

- ❖ ১.বাবুল মুসল্লিন বা নামাজিদের দরজা।
- ❖ ২. বাবুস সায়েমিন (বাবুর রাইয়ান) বা রোজাদারদের দরজা।
- ❖ ৩. বাবুল মুজাহিদিন বা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের দরজা।
- ❖ ৪. বাবুস সাদিকীন বা দানকারীর দরজা।
- ❖ ৫. বাবুল ঈমান বা ঈমানের দরজা।

- ❖ ৬. বাবুল কাযিমিন আল-গায়িজ ওয়াল আফিনা আনিন্নাস বা রাগকে দমনকারী ও লোকের ভুলকে ক্ষমাকারী ব্যক্তিদের দরজা।
- ❖ ৭. বাবুর রাযিয়িন বা সন্তুষ্টকারীদের দরজা
- ❖ ৮. বাবুত তওবা বা ক্ষমা প্রার্থীর দরজা।

২.জান্নাতের বর্ননাঃ

২.১ জান্নাতের প্রশস্ততা

জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

— সূরা আল ইমরান:১৩৩

জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বোঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তার নিয়ামত কত অসংখ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

তুমি যখন দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের নানান সামগ্রী আর এক বিশাল রাজ্য।

— সূরাহ আদ্-দাহ্রঃ ২০

জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব আছে যতটা দূরত্ব আছে আকাশ ও মাটির মাঝে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতে শত স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশ ও মাটির দূরত্বের সমান। আর ফেরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকট জান্নাতের জন্য দু'আ করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দু'আ করবে।

— তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ

জান্নাতে একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে কোন অশ্বারোহী ঐ ছায়ায় শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গা অপেক্ষা উত্তম যেখানে সূর্য উদিত হয় আর সূর্য অস্তমিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

— সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা - ৩২৫২, ৩২৫৩।

২.২ জান্নাতের অট্টালিকাসমূহঃ

কুরআন এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর জান্নাতে চিরস্থায়ী উত্তম বাসগৃহের; আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটাই হল বিরাট সাফল্য।"

— সূরাহ আত্-তাওবাহ ৭২

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সোনা-রূপার ইট দিয়ে নির্মিত হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা)! সৃষ্টিকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "পানি দিয়ে"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জান্নাত কী দিয়ে নির্মিত?" তিনি বললেন,

"একটি ইট রৌপ্যের এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার গাঁথুনি হল সুগন্ধিযুক্ত মেশক আম্বর। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে জীবন উপভোগ করবে, তার কোন কষ্ট হবে না। চিরকাল জীবিত থাকবে, মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড় কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না।"

— তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ

জান্নাতের কোন কোন অট্টালিকায় স্বর্ণের বাগান থাকবে। আবার কোন কোনটিতে রূপার বাগান থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

দুইটি জান্নাত এমন রয়েছে যে, এর যাবতীয় পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রৌপ্য নির্মিত। আবার দুইটি জান্নাত এমন আছে যে এর সমস্ত আসবাবপত্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ নির্মিত। জান্নাতে আদনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং তাদের প্রতিপালককে দর্শনের মধ্যে কেবল তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চাদরখানা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবে না।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহে সাদা মোতির নির্মিত বড় বড় সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। আনাস বিন মালেক (রা) থেকে মিরাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গম্বুজ আছে। আর তার মাটি হল মেশক আম্বরের'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান।

২.৩ জান্নাতের গাছের বর্ণনাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতে এক বিশাল গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোন যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না)।

(বুখারী ৩২৫২, জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫২৩)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَقَالَ ذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُود

আবূ সা’ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোন যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আর এটাই হলো (কুরআনে বর্ণিত) ”সম্প্রসারিত ছায়া” وَّ ظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ

(বুখারীঃ তাফসীর সূরা ওয়াকিআহ, মুসলিমঃ জান্নাত অধ্যায়, বুখারী: ৪৮৮১, মুসলিম: ২১৭৫, সূরা ওয়াক্বি’আহ্ ৩০, জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫২৪ সহীহ মুসলিম হাদীস নং২৮২৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ডই স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত।

(জামে’ আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫২৫)

২.৪ জান্নাতের খাদ্য ও ফলমূল ও আন্যান্য নেয়ামত সমূহঃ

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদের জন্য সকল নেয়ামতই জান্নাতে রেখেছেন।এমন কোন ইচ্ছা বা মনোবাসনা মানুষের থাকবে না তা জন্নাতে পূরন হবেনা। বরং সবকিছুই পূরন হবে।আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা হামিম আস সাজদাহ এর ৩১ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন

ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم ما تدعون

সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য আছে তা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবী কর।

(সূরা হামিম আস সাজদাহ ৩১)

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তাতে আছে ফলমূল, আর খেজুর আর ডালিম।

— সূরা আর-রহমান - ৬৮

জান্নাতের প্রত্যেক জান্নাতীর পছন্দমত সর্ব প্রকার ফলমূল মজুদ থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে, আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল-যেটি তাদের মন চাইবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও আর পান কর, তোমরা যে কাজ করেছিলে তার পুরস্কারস্বরূপ। সৎকর্মশীলদের আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

— সূরাহ আল-মুরসালাতঃ ৪১-৪৪

জান্নাতের ফল সর্বদা জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের উপর থাকবে, আর ফলের গুচ্ছ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে রাখা হবে।

— আদ-দাহর ১৪

জান্নাতের ফলের ছড়া অনেক বড় হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সূর্য গ্রহণের সলাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা আপনাকে দেখলাম, আপনি এ স্থানে দাঁড়িয়ে কোন কিছু হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছেন। আবার একটু পরে দেখলাম হাত ফিরিয়ে নিলেন"। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন,

আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। অতএব জান্নাতে থেকে ফলের একটা ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে তোমরা তা পৃথিবী কায়েম থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে"।

— সহীহ মুসলিম

২.৫ জান্নাতের প্রাসাদের বর্ণনাঃ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا " . فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ".

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এসব প্রসাদ কাদের জন্য? তিনি বললেন; যারা উত্তম ও সুমধুর কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, প্রায়ই রোযা রাখে এবং লোকেরা রাতে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় জাগ্রত থেকে আল্লাহ্ তা’আলার জন্য নামায আদায় করে তাদের জন্য। (সুনানে-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫২৭)

২.৬ জান্নাতের তাঁবুসমূহঃ

জান্নাতীদের প্রত্যেকের অট্টালিকায় তাঁবু থাকবে যেখানে হুরেরা অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ

তাঁবুতে সুরক্ষিত থাকবে সুলোচনা সুন্দরীরা।

— আর রাহমান - ৭২

জান্নাতের তাঁবু ষাট মাইল প্রশস্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মোতির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি বাগান, যার সকল পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরি।

— সহীহ বুখারী, হাদিস সংখ্যা- ৪৮৭৯।

২.৭ জান্নাতের নদীসমূহঃ

জান্নাতের নদীসমূহের পানির রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে। কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

মুত্তাকিদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার উপমা হলো তাতে আছে নির্মল পানির ঝর্ণা, আর আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নদী আর পরিশোধিত মধুর নদী।

— সূরাহ মুহাম্মদঃ ১৫

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

"সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী"।

— সহীহ মুসলিম- কিতাবুল জান্নাত

হাকীম বিন মোয়াবিয়া তার পিতা থেকে তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে পরে আরো নহরের শাখা-প্রশাখা বের হবে।

— তিরমিজী

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় যাকে খুশি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতঃপর দীর্ঘদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন তারা এমন অবস্থায় বের হবে যে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জ্বলে গেছে। তখন তাদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন বন্যার আবর্জনার মাঝে চারাগাছ সজীব হয়ে উঠে। তোমরা কি কখনো দেখনি যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে ওঠে"।

— সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান।

২.৭.১ কাওছার নদীঃ

আনাস ইবনুল মালিক (রা) সূত্রে নবী (স) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক নহরের কাছে এলে দেখি যে তার দু'ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, "হে জিব্‌রীল! এটা কী?" তিনি বললেন, "এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন"। তার ঘ্রাণে অথবা মাটিতে ছিল উত্তম মানের মিশ্‌ক এর সুগন্ধি।

— সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা-৬৫৮১

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

কাওছার জান্নাতের একটি নদী। যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত। তার পানি ইয়াকুত ও মোতির উপর প্রবহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়। তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা।

— তিরমিজী

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কাওছার কি? তিনি বললেন,

এটি একটি নদী, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করবেন। তা দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু থেকেও সুমিষ্ট। এর মাঝে রয়েছে বহু পাখি। এগুলোর গর্দান হবে উটের গর্দানের মত।

— তিরমিজী।

২.৮ জান্নাতের ঝর্ণাসমূহঃ

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا(১৫)

قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا(১৬)

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا(১৭)

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا(১৮)

তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে রুপার পাত্র পরিবেশন করা হবে আর সাদা পাথরের পানপাত্র। সেই সাদা পাথরও হবে রুপার তৈরি। তারা এগুলোকে যথাযথ পরিমাণে ভর্তি করবে। তাদেরকে পান করানোর জন্য এমন পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে। সেখানে আছে একটা ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল।

— সূরা আদ্-দাহ্রঃ **১৫-১৮**

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا(৫)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا(৬)

(অপরদিকে) নেক্কার লোকেরা এমন পানপাত্র থেকে পান করবে যাতে কর্পুরের সংমিশ্রণ থাকবে। আল্লাহ্র বান্দারা একটি ঝর্ণা থেকে পান করবে। তারা এই ঝর্ণাকে (তাদের) ইচ্ছেমত প্রবাহিত করবে।

— সূরাহ আদ্-দাহ্রঃ ৫-৬

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন,

পুণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে। উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখে আরাম আয়েশের উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদেরকে পান করানো হবে সীল-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়। তার সীল হবে মিশ্কের, প্রতিযোগীরা

এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক। তাতে মেশানো থাকবে 'তাসনীম, ওটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

— সূরাহ আল-মুতাফ্‌ফিফীনঃ ২২-২৮

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন,

তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক- ফলমূল; আরা তারা হবে সম্মানিত। (তারা থাকবে) নি'য়ামাতের ভরা জান্নাতে উচ্চাসনে মুখোমুখী হয়ে তাদের কাছে চক্রাকারে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ প্রবাহিত ঝর্ণার সুরাপূর্ণ পাত্র। নির্মল পানীয়, পানকারীদের জন্য সুপেয়, সুস্বাদু। নেই তাতে দেহের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু, আরা তারা তাতে মাতালও হবে না।

— সূরাহ আস্‌-সা-ফ্‌ফাতঃ ৪১-৪৭

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-

দুটো বাগানেই আছে অবিরাম ও প্রচুর পরিমাণে উৎক্ষিপ্তমান দুটো ঝর্ণাধারা। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'মাতকে অস্বীকার করবে?

— সূরাহ আর্‌-রহমানঃ ৬৬-৬৭

এছাড়া জান্নাতের ঝর্ণা সম্পর্কে কুরআন এ বর্ণিত হয়েছে যে,

সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা।

— সূরা আল-গাশিয়াহঃ ১২

মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগান আর ঝর্ণার মাঝে।

— সূরা আদ্‌-দুখানঃ ৫১-৫২

মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে, আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল-যেটি তাদের মন চাইবে।

— সূরা আল-মুরসালাতঃ ৪১-৪২।

৩. পবিত্র কুরআনুল কারিম থেকে জান্নাতের নিয়ামত সমুহঃ

৩.১ পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন;

(05) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا [الانسان

(11) فوفهم الله شر ذلك اليوم ولقلهم نضرة و سرورا [الانسان

(12) وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا [الانسان

(13)متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا [الانسان

(14) ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا [الانسان

(15) ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا [الانسان

(16) قوارير من فضة قدروها تقديرا [الانسان

(17) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا [الانسان

(18)عينا فيها تسمى سلسبيلا [الانسان

(19) ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا [الانسان

(20) وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا [الانسان

عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا (21[الانسان

(22) إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا [الانسان

৫) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাপুর মিশ্রিত পানপাত্র।

১১) আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।

১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমি পোশাক।

১৩) তারা সেখানে সুসজ্জিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে, তারা সেখানে প্রচন্ড গরম অথবা তীব্র শীত বোধ করবে না।

১৪) বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।

১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পানপাত্রে।

১৬) রুপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশন কারীরা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে ।

১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে যানযাবিল মিশ্রিত পানপাত্র।

১৮) এটা জান্নাতস্থিত সালসাবিল নামক একটি ঝর্ণা ।

১৯) তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগন, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্ত।

২০) আর তুমি যখন সেখানে তাকাবে তখন সেটাই ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য দেখতে পাবে।

২১) তাদের আবরণ হবে সুক্ষ সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

২২) অবশ্য ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত ।

(সূরা দাহর ৫ ও ১১ থেকে ২২)

৩.২ সূরা মুতাফফিফীনে জান্নাতিদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে;

إن الأبرار لفي نعيم (22)

على الأرائك ينظرون (23)

تعرف في وجوههم نضرة النعيم (24)

يسقون من رحيق مختوم (25)

ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (26)

ومزاجه من تسنيم (27)

عينا يشرب بها المقربون (28)

২২)নিশ্চয়ই সৎ লোক থাকবে পরম স্বাছন্দ্যে।

২৩) তারা সুসজ্জিত সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে।

২৪) আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন।

২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

২৬) আজ তার মোহর হবে মেশক বা কস্তুরি।প্রতিযোগীদের এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা উচিত।

২৭) তার মিশ্রণ হবে তাসনিমের।

২৮) এটি একটি ঝর্না, নৈকট্যশীলগন তার থেকে পানি পান করবে।

৩.৩ সূরা ওয়াকিয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন;

পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে;

11) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُون

12) فِي جَنَّاتِ النَّعِيم

13) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِين

14) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِين

15) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَة

16) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِين

17) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُون

18) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِين

19) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُون

20) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُون

21) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُون

22) وَحُورٌ عِين

23) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون

24) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون

25) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

26) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

27) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِين

28) فِي سِدْرٍ مَخْضُود

29) وَطَلْحٍ مَنْضُود

30) وَظِلٍّ مَمْدُود

31) وَمَاءٍ مَسْكُوب

32) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَة

33) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَة

34) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَة

35) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاء

36) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

37) عُرُبًا أَتْرَابًا

38) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ

39) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ

40) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

[الواقعة: 17 – 40]

১১) তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত।

১২) (তারা থাকবে) নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।

১৩) তোরা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে।

১৪) এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

১৫) (তারা থাকবে) মণিমুক্তা খচিত আসনে,

১৬) তাতে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।

১৭) তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা

১৮) পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে,

১৯) তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে।

২০) আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে।

২১) আর পাখির গোশ্‌ত নিয়ে, যা তারা কামনা করবে।

২২) আর (সেখানে থাকবে) ডাগর ডাগর উজ্জ্বল সুন্দর চোখওয়ালা সুন্দরীরা (হুর),

২৩) যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা,

২৪) তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ।

২৫) তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোন বেহুদা কথা, এবং না পাপের কথা;

২৬) এমন কথা ছাড়া যা হবে শান্তিময়, নিরাপদ,

২৭) আর ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছের নিচে,

২৯) কলা গাছের মাঝে যাতে আছে থরে থরে সাজানো কলা,

৩০) বিস্তীর্ণ অঞ্চল-জুড়া ছায়ায়,

৩১) অবিরাম প্রবহমান পানির ধারে,

৩২) আর প্রচুর ফলমূলে,

৩৩) যা কখনও শেষ হবে না, কক্ষনো নিষিদ্ধও হবে না।

৩৪) (তারা থাকবে) সুউচ্চ শয্যাসমূহে;

৩৫) তাদেরকে (অর্থাৎ ঐ হুরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি এক অভিনব সৃষ্টিতে,

৩৬) আর তাদেরকে করেছি কুমারী,

৩৭) সোহাগিনী ও সমবয়সী।

৩৮) (এ সবই) ডান দিকের লোকদের জন্য।

৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে।

৪০) এবং একদর হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

(সূরা ওয়াকিয়া ১১ থেকে ৪০)

৩.৪ আল্লাহ তায়ালা সুরা যুখরুফে ইরশাদ করেছেন;

68) يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُون

69) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِين

70) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُون

71)يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُون

72) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

73) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُون

[الزخرف: 68 - 73]

৬৮) (মুত্তাকীদেরকে বলা হবে) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।

৬৯) তোমরা যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিলে এবং অনুগত ছিলে।

৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৭১) স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

৭২) এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।

৭৩) সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে।

(সুরা যুখরুফ ৬৮ থেকে ৭৩)

৩.৫ আল্লাহ তায়ালা সূরা আর রহমান এর মধ্যে বলেছেন;

46) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

48) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

50) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

52) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

54) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

(56) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

(58) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

(60) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

(62) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

(64) مُدْهَامَّتَانِ

(66) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

(68) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

(70) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

(72) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

(74) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

(76) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

[الرحمن: 70 - 76]

৪৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু’টি উদ্যান।

(৪৮) উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।

৫০) উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ;

৫২) উভয় বাগানে আছে প্রত্যেকটি ফলের দু’টি প্রকার।

৫৪) তারা হেলান দিয়ে বসবে শয্যার উপর যার আস্তর হবে পুরু রেশমের। দু’বাগানের ফল হবে নিকটবর্তী (জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে)।

৫৬) সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন।

৫৮) তারা যেন হীরা ও প্রবাল।

৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

৬২) এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে।

৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যানটি দু'টি।

৬৬) এ দু'টিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দু'টি ঝর্ণাধারা।

৬৮) এ দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার।

৭০) সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ।

৭২) তারা হূর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা।

৭৪) যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন।

৭৬) তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে।

(সূরা আর রহমান ৪৬ থেকে ৭৬)

৩.৬ সূরা আত তুরের ১৭ থেকে ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন;

(17) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيم

(18) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم

(19) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

(20) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا
(21) كَسَبَ رَهِين

(22) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُون

(23) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيم

(24) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُون

(25) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون

(26) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِين

(27) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم

[الطور: 17 - 27]

১৭) মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে আর নিয়ামাত সম্ভারের মাঝে,

১৮) তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব তাদেরকে বাঁচাবেন জ্বলন্ত আগুনের আযাব থেকে।

১৯) (তাদেরকে বলা হবে) খাও আর পান কর খুব মজা করে- তোমরা যে 'আমাল করতে তার প্রতিফল হিসেবে।

২০) তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেব সুন্দর বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্টা কুমারীদের সঙ্গে।

২১) আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে।

২২) আমি তাদেরকে দিব ফলমূল আর গোশত যা তারা পছন্দ করবে।

২৩) তারা সেখানে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে পানপাত্র, থাকবে না সেখানে কোন বেহুদা বকবকানি, থাকবে না কোন পাপের কাজ।

২৪) তাদের চতুর্দিকে ঘুর ঘুর ক'রে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা (যারা এতই সুন্দর) যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তা।

২৫) আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে,

২৬) তারা বলবে, 'পূর্বে আমরা আমাদের পরিবারে (দুনিয়াবী নানা কারণে ও আখিরাতের 'আযাবের আশংকায়) ভয় ভীতির মধ্যে ছিলাম।

২৭)অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে ঝলসে দেয়া বাতাসের 'আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।

(সূরা আত-তুর ১৭ থেকে ২৭)

৪.জান্নাতী হুরের বর্ননাঃ

হুর হলো জান্নাতের একটি বিশেষ নেয়ামত । আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদের জন্য তাদেরকে তৈরি করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাদের বিভিন্ন গুণাবলী উল্লখ করেছেন। সূরা ওয়াকিয়ার ২২-২৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

আর তাদের (জান্নাতিদের) জন্য থাকবে আয়তলোচনা সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ হুর। ২৪) তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।

সুরা আর রহমানের ৫৬,৫৮ আল্লাহ তায়ালা তাদের বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন

فيهم قصرت الطرف لم يطمثهن انس ولا جان..... كانهم الياقوت والمرجان

জান্নাতে রয়েছে আনতনয়না হুরগন, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা কোন জিন স্পর্শ করেনি। যেন তারা প্রবাল ওপদ্মরাগ।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জান্নাতিদের সমবয়স্কা ও পূর্ণযৌবনি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। সূরা আন নাবা ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন; وكواعب اترابا

নেককার ব্যক্তদের জন্য জান্নাতে রয়েছে সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুনী।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; যে দলটি কিয়ামাত দিবসে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল, আর দ্বিতীয় দলের মুখমণ্ডল হবে আকাশে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে তারকার মতো উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হুর) থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তরজোড়া জামা থাকবে। এই জামার ভিতর দিয়েও তার পায়ের জংঘার অস্থিমজ্জা দেখা যাবে।

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৫৩৫)

৫.জান্নাতের নহর ও পানপাত্রঃ

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদের পান করার জন্য যেসকল নহর দিয়েছেন সেগুলোর বর্ণনা বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন। পূর্বেল্লেখিত আয়াত সমূহে ও সে বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে । এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সূরা মুহাম্মদ ১৫নং আয়াতে জান্নাতের শহরের বিবরণ দিয়েছেন;

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ হলো; তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর তার স্বাদ অপরিবর্তিত, কারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর, পরিশোধিত মধুর নহর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ ، جَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ " .

‘আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতে দু’টি বাগান আছে, যার সকল পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সামগ্রী রূপা দিয়ে নির্মিত এবং আরো দু’টি বাগান আছে, যার পাত্রসমূহ ও এতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। আর আদন নামক জান্নাতে মানুষ ও তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতের মাঝে মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর ছাড়া আর কিছুই অন্তরাল থাকবে না।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫২৮)

মোট কথা জান্নাতের পানপাত্র গুলো বিভিন্ন উপাদানের রয়েছে ।তবে তা কাঁচে র পাত্র থেকে ও স্বচ্ছ রুপার থেকে ও শুভ্র।

৬.জান্নাতিদের পোশাকের বর্ণনাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنَى ، شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতীদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, দাড়ি–গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। কখনো তাদের যৌবন শেষ হবে না, জামাও পুরাতন হবে না।।

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৫৩৯)

৭.জান্নাতিদের চেহারা ও বয়সঃ

মোয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (সা) বলেছেন,
জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোন দাড়ি-গোঁফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ত্রিশ থেকে তেত্রিশ এর মাঝামাঝি।
— তিরমিজী

৮.জান্নাতিদের খাবার হজম প্রক্রিয়াঃ

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,
জান্নাতিরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না এবং পায়খানা-প্রস্রাবও করবে না। নাকে পানি আসবেনা"। সাহাবাগণ আরয করলেন, "তাহলে তাদের খাবার কোথায় যাবে?" তিনি উত্তরে বললেন, "ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে তা হজম হবে। জান্নাতীরা এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস গ্রহণ করে"।
— সহীহ মুসলিম।

৯.জান্নাতিদের বাজারের বর্ণনাঃ

যেকোন স্থান মানুষের নিকট পছন্দনীয় এবং উৎকৃষ্ট এলাকা হওয়ার অর্থ হলো ঐ স্থানটি সুন্দর হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ ভালো হওয়া। যেমন মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর হওয়া।এটা মানুষের কাছে স্বীকৃত।তাই যেহেতু জান্নাত যেহেতু সবচেয়ে উত্তম জায়গা সেখানে ও সামাজিক ব্যবস্থা উত্তম হওয়াটাই স্বাভাবিক।তাই তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের বাজারের সৌন্দয্য উল্লেখ করত ইরশাদ করেছেন;

-، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة لسوقا، يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا "

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন; জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুমু‘আয় জান্নাতী লোকেরা এতে একত্রিত হবে। তারপর উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের মুখমণ্ডল ও পোশাক-পরিচ্ছদে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এবং শরীরের রং আরো বেড়ে যাবে। তারপর

তারা স্ব স্ব পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের শরীরের রং এবং সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহ শপথ! তোমাদের শরীরের সৌন্দর্য তোমাদের নিকট থেকে যাবার পর বহুগুণে বেড়ে গেছে।
(ই.ফা. ৬৮৮৩, ই.সে. ৬৯৪০, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮৩৩)

১০.জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতঃ

১০.১ আল্লাহ তায়ালার দিদারঃ

জান্নাতে মুমিন বান্দার সর্বোত্তম ও অদ্বিতীয় নেয়ামত হলো বান্দা তার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে ।প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " . ثُمَّ قَرَأَ: (سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح .

জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:তিনি বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ তোমাদেরকে খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমরা অবাধে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন রকম সংশয় থাকবে না। তোমরা দুনিয়ার কাজে পরাভূত না হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় কর। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ “সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর”–
(সূরা ক্বাফ ৩৯, সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫১)

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا . قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوا بَلَى . قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ " .

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত; সুহাইব (রাঃ) হতে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী “যারা মঙ্গলজনক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক”-
(সূরা ইউনুস ২৬) প্রসঙ্গে বর্ণিত।
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহবানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন; তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা (জান্নাতীরা) বলবে; তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হ্যাঁ। তারপর পর্দা খুলে যাবে (এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি মানুষকে তাঁর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কোন জিনিসই প্রদান করেননি।
(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫২)

১০.২ আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথনঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ . فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ . فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالُوا وَأَىُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, “লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা'দাইকা” (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।
(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৫)।

১১. জান্নাতিরা এক অপরকে দেখতে পারবেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ أَوِ الْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِي الأُفُقِ أَوِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ . قَالَ " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতবাসীরা নিজেদের অট্টালিকা (প্রাসাদ) থেকে সম্মান অনুযায়ী পরস্পরকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে ও পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে নক্ষত্রসমুহ দেখতে পাও। তারা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তারা কি নাবীগণ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! সেসব ব্যক্তিও উচ্চ সম্মানের আসনে থাকবে যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৬)

১২. জান্নাত হলো চিরস্থায়ী আবাসস্থলঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الأَمْلَحِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

আবূ সা‘ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে সাদা-কালো বর্ণের ভেড়ার আকারে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হবে। আর তারা (জান্নাতী ও জাহান্নামীরা) তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসের কারণে মৃত্যুবরণ করতো, তাহলে জান্নাতবাসীরা (এতে আশ্চর্য হয়ে) মারা যেতো। আর কেউ যদি চিন্তা ও দুঃখের কারণে মৃত্যুবরণ করতো তাহলে জাহান্নামীরা (দুঃখ ও ক্ষোভে) মারা যেতো।“

(কেউ যদি মৃত্যুবরণ করতো” এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, যঈফাহ (২৬৬৯), বুখারী, মুসলিম।সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلاَ يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ . فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلاَ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا . وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ أَلاَ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا . وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ " . قَالُوا وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي . فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ ثُمَّ يُقَالُ هَلِ امْتَلأْتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ هَلِ امْتَلأْتِ . فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأُزْوِيَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قَالَ أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ . فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا . فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَذِكْرُ الْقَدَمِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالُوا تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ تُرْوَى هَذِهِ الأَشْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ تُفَسَّرُ وَلاَ تُتَوَهَّمُ وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ " فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ " . يَعْنِي يَتَجَلَّى لَهُمْ .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তা’আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল ‘আলামীন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেনঃ পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করতো, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? অতএব, ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা’বুদদের সাথে চলবে। আর মুসলিমগণ তাদের জায়গাতেই থেকে যাবে।

রাববুল 'আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেনঃ তোমরা কেন ঐসব মানুষদের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐসব মানুষের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কি আমাদের প্রভুর দেখা পাবো? তিনি বললেন; তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তিনি বললেন; অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাঁকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেনঃ আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবেঃ 'সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ্ আমাদেরকে শান্তিতে রাখো)। জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পা এর উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো? জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন 'মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের

মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা'আত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা 'মৃত্যু' যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।

(সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ২৫৫৭)

১৩. জান্নাতের মধ্যে মানুষের দুঃখ কষ্ট থাকবে নাঃ

আর জান্নাতের মধ্যে মানুষের যে দুঃখ কষ্ট থাকবে না তার স্বীকৃতি দিয়ে-
মহান আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিরের ৩৩ থেকে ৩৫ আয়াতে এরশাদ করেছেন;

৩৩-ُجَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَہَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡہَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَہَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُہُمۡ فِیۡہَا حَرِیۡر
৩৪-ُوَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡۤ اَذۡہَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَکُوۡر
৩৫- ُالَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَۃِ مِنۡ فَضۡلِہٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا لُغُوۡب

৩৩) তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণনির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।
৩৪) তারা বলবে প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিয়েছেন আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুনগ্রাহী।
৩৫) যিনি নিজ আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তি স্পর্শ করবে না।
(সূরা ফাতিরের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫)

যেহেতু প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সফলতার হলো; জান্নাত প্রাপ্তি তাই প্রতিটি মুমিনেরই জান্নাতে প্রবেশ করার মনো বাসনা থাকে। (একজন মুমিন হিসাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে আকুতি

মিনতি করে জান্নাত প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন আমাকে এবং সকলকে জান্নাতের জন্য কবুল করেন।) প্রতিটি ক্ষেত্রেই যদি মানুষ তার বাস্তবতা ও প্রতিদান সম্পর্কে জানে তাহলে আমলের জযবা বেড়ে যায়। সেই হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এ বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করছিলাম। বক্ষমান প্রবন্ধটি তারই সারনির্যাস। যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বেশী বেশী ইবাদত করার তাওফীক দান করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

জান্নাত আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামতের একটি নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা তা মুমীন বান্দাদের জন্য তৈরি করেছেন। তার তার সৈন্দয্য ও আকৃতি এবং নিয়ামত রাযি দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে তার বাস্তব অবস্থা দেখা তো দূরের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয় । তাই তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। এ কথাটি অনুরূপ আল-কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে-

فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّاۤ اُخۡفِیَ لَہُمۡ مِّنۡ قُرَّۃِ اَعۡیُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۷﴾

"কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ"-

(সূরাহ্ আস্ সাজ্দাহ্ ৩২,১৭, ই.ফা. ৬৮৭১, ই.সে. ৬৯২৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮২৪)

حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر، أن أبا حازم، حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى،ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ثم اقترأ هذه الآية : تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ আস্ সা'ইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জান্নাতের গুণকীর্তন করে শেষ অবধি বললেন; এতে এমন সব নি'আমাত রয়েছে যা কোন চক্ষু কক্ষনো দেখেনি, কোন কান কক্ষনো শোনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কক্ষনো কল্পনাও করেনি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেন- 'তারা শয্যা ত্যাগ করত তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন মনোমুগ্ধকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কর্মফল স্বরূপ"

(সূরা আস্ সাজদাহ্ ৩২:১৬-১৭, ই.ফা. ৬৮৭৪, ই.সে. ৬৯৩১, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮২৫)

১৪. উপসংহারঃ

জান্নাত আল্লাহ তায়ালার এমন নেয়ামত তাকে আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রাকার নেয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে প্রস্তূত করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন;

ان تعدوا نعمة الله لا تحصواها

যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গননা করতে চাও তাহলে তা গননা করে শেষ করবে পারবে না। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় সামান্য এই দুনিয়ায় নেয়ামত ই গগনা করে শেষ না করা যায় তাহলে থেকে কমপক্ষে দশগুন বড় জান্নাতের নেয়ামত গননা করা সম্ভব কিভাবে সম্ভব হবে? এমনকি চিন্তা ও ধরনা করার পরিধী ও মানুষের নেই।তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍجَزَآءًمبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ}.قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তুরাজি তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি।

এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোন মূল্যই নেই। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পারিতোষিক হিসেবে।

(আ.প্র. ৪৪১৬, ই.ফা. ৪৪১৮, সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৭৮০)

আসলে বিষয়টি যদি আমারা দুনিয়ার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝি তাহলে অনুধাবন করতে সহজ হবে ব্যবসায়ীরা যেহেতু তাদের মনে সর্বদাই মুনাফা লাভের আশা রাখে যদি কোন পন্যের নমুনা দেখে বুঝতে পারে যে এই পন্যে তার বিশাল মুনাফা অর্জন হবে তাহলে কিন্তু সে পন্যের প্রতিটা অংশ দেখার প্রয়োজন মনে করে না বরং যত দ্রুত সম্ভব তা ক্রয় করে নেয়।ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের প্রতিটি মুসলমানের যেহেতু জান্নাতে প্রবেশের সীমাহীন আশা রয়েছে তাই আল্লাহ তায়ালা নমুনা স্বরুপ কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন যেন আমাদের অন্তরে জান্নাত প্রাপ্তির আশা আরো বেড়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য বেশী বেশী নেক আমল করি ।আর জান্নাতের বাস্তব বর্ণনা জান্নাতই।জান্নাতে প্রবেশ করা ব্যতীত তার পুরোপুরি পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।